পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-০৮)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
www.pallisanchaybank.gov.bd

স্মারক নং পসব্য/প্রকা/পরি-৫১/২০২১-২২/ ৪৫০৮

তারিখঃ১৬/০৬/২০২২

শাখা ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সকল শাখা

বিষয়: পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২২।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ঋণগ্রহিতাগণকে সহজে ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেয়ার জন্য ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি নীতিমালা পরিচালনা বোর্ডের ১৪/০৬/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮০তম সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালাটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৪(চার) পাতা

(দীপংকর রায়)
মহাব্যবস্থাপক

নং পসব্য/প্রকা/পরি-৫১/২০২১-২২/ ৪৫০৮

তারিখঃ১৬/০৬/২০২২

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণঃ

১। স্টাফ অফিসার টু চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
২। স্টাফ অফিসার টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৩। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৪। ঋণ ও সঞ্চয় বিভাগ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৫। হিসাব বিভাগ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৬। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সকল জেলা কার্যালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৭। নথি।

জেরিন কাওসার
সিনিয়র অফিসার
ঋণ ও সঞ্চয় বিভাগ

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২

ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের ১৪-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮০তম সভায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ঋণ গ্রহিতাগণের ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি নীতিমালা অনুমোদন করেছে, যা নিম্নরূপ:

১) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির নীতিমালা অত্র ব্যাংকের সকল ধরণের ঋণের ক্ষেত্রে কেইস টু কেইস যাচাই বাছাই করে বিবেচনা করতে হবে।

২) সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারার বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গাত কারণ উল্লেখপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ঋণগ্রহিতাকে সংযুক্ত ছক 'ক' মোতাবেক সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট আবেদন করতে হবে।

৩) ক্ষুদ্র ঋণ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে পুনঃতফসিল/ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ৩(তিন) বার নিম্নবর্ণিতভাবে করা যাবেঃ

ঋণ পুনঃতফসিলের পর্যায়	SS,DF,BL হিসাবে শ্রেণিকৃত ঋণের ক্ষেত্রে	ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ
প্রথম পুনঃতফসিল	সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর	মেয়াদোত্তীর্ন ঋণের ১৫% অথবা অনাদায়ী টাকার ১০% যা কম।
দ্বিতীয় পুনঃতফসিল	সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর	মেয়াদোত্তীর্ন ঋণের ৩০% অথবা অনাদায়ী টাকার ২০% যা কম।
তৃতীয় পুনঃতফসিল	সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস	মেয়াদোত্তীর্ন ঋণের ৫০% অথবা অনাদায়ী টাকার ৩০% যা কম।

৪) এসএমইসহ অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে পুনঃতফসিল/ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ৩(তিন) বার নিম্নবর্ণিতভাবে করা যাবেঃ

ঋণ পুনঃতফসিলের পর্যায়	নিম্নমান(SS) হিসাবে শ্রেণিকৃত	সন্দেহজনক(DF) হিসাবে শ্রেণিকৃত	মন্দ(BL) হিসাবে শ্রেণিকৃত	ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ
প্রথম পুনঃতফসিল	সর্বোচ্চ ৩৬ মাস	সর্বোচ্চ ২৪ মাস	সর্বোচ্চ ২৪ মাস।	মেয়াদোত্তীর্ন ঋণের ১৫% অথবা অনাদায়ী ঋণের ১০% যা কম।
দ্বিতীয় পুনঃতফসিল	সর্বোচ্চ ২৪ মাস	সর্বোচ্চ ১৮ মাস	সর্বোচ্চ ১৮ মাস	মেয়াদোত্তীর্ন ঋণের ৩০% অথবা অনাদায়ী ঋণের ২০% যা কম।
তৃতীয় পুনঃতফসিল	সর্বোচ্চ ১২ মাস	সর্বোচ্চ ১২ মাস	সর্বোচ্চ ১২ মাস	মেয়াদোত্তীর্ন ঋণের ৫০% অথবা অনাদায়ী ঋণের ৩০% যা কম।

এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার আবেদনের ভিত্তিতে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। ৬টি মাসিক অথবা ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণটি মন্দ ও কুঋণ (BL) হিসাবে শ্রেণিকৃত হবে।

৫) বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডি সার্কুলার নং ১০ তারিখ: ০১/০৬/২০২১ মোতাবেক স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ পুন:তফসিলের নিমিত্তে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্ষেত্র বিশেষে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণের শর্ত শিথিল করে ঋণ পুন:তফসিল করা যাবে।

৬) ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন গ্রহনের পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ ৩০ দিন সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে জমাকৃত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা যাবে। তবে আবেদনকারীর সামর্থ্য বিবেচনায় ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত হলে তাকে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৭) ঋণগ্রহিতা কর্তৃক নির্ধারিত ছকে আবেদনের প্রেক্ষিতে (সংযুক্ত-'ক') শাখার মাঠ সহকারী, জুনিয়র অফিসার (মাঠ) এবং শাখা ব্যবস্থাপক যৌক্তিক সময়ের জন্য ঋণ পুনঃতফসিলের/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করবেন। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টিতে অনুমোদন প্রদান করবেন। অনুমোদনকৃত আবেদনের কপি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহিতার ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সফটকপি লিংক এর মাধ্যমে সিবিএস এ সংরক্ষিত থাকবে যাতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক নিরীক্ষা দলের চাহিদা অনুযায়ী প্রদর্শন করা যায়।

৮) ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি শুধুমাত্র শ্রেণিকৃত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে ঋণ পুনঃতফসিল/ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঋণের উপর কোন প্রকার সার্ভিস চার্জ না করে শুধুমাত্র ঋণটি পূর্ণ পরিশোধের সময় সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে। তবে উক্ত ঋণের পূর্বে ডেফার্ড সুদ চার্জ করা থাকলে আংশিক আদায়ের সময় নিয়মানুযায়ী আয় খাতে স্থানান্তর করতে হবে। জুন/ডিসেম্বর এ ঋণ শ্রেণিকরণের সময় সংশ্লিষ্ট ঋণে রক্ষিত ডেফার্ড সুদ (যদি থাকে) UC কলামে উল্লেখ করতে হবে এবং ঋণ স্থিতি থেকে ডেফার্ড সুদ বিয়োগ করে Base for Provision নির্ধারণ করতে হবে।

৯) সার্টিফিকেট মামলা দায়েরকৃত কোন ঋণগ্রহিতা এ সার্কুলারের আওতায় আবেদনের আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে সুযোগ দেয়া যাবে। তবে মামলা চলাকালীন সময়ে গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের সমঝোতা (সোলেনামা) সংযুক্তি-'খ' এর মাধ্যমে সার্টিফিকেট মামলা উত্তোলন/নিষ্পত্তি সাপেক্ষে ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। এ ক্ষেত্রে পুনরায় নতুন ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

১০) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ যথাসময়ে আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১) ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদনের পর ডাউন পেমেন্ট সিবিএস এ কম্পিউটার অপারেটর/ক্যাশ সহকারী ঋণ হিসাবে পোস্টিং এবং শাখা ব্যবস্থাপকের অনুমোদনের পর সম্পূর্ণ অটোমেশনের মাধ্যমে ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবে।

১২) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ যাতে কোন অবস্থাতেই তামাদি ঋণে পরিনত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৩) জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/নিরীক্ষা টীম উপরোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করবেন।

১৪) ব্যাংকের সিবিএস এ পুনঃতফসিলকৃত ঋণের একটি রিপোর্ট সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫) ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ সকল ঋণগ্রহিতার জন্য উন্মুক্ত নয়। কোন ঋণগ্রহিতা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন, অগ্নি দুর্ঘটনা, ব্যবসায় ক্ষতি সহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলেই কেবল ঐ ঋণগ্রহিতাকে ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া যাবে। ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্বেও যারা ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপী তাদেরকে কোন অবস্থাতেই ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে শ্রেণিকৃত সকল ঋণ আদায় করতে হবে।

১৬) ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহনকারী ঋণগ্রহিতাগণ ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে পুনরায় ঋণের আবেদন করতে পারবেন।

১৭) পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ সার্কুলারের কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে। সার্কুলারের বিষয়ে যে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে ঋণ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হলো।

পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে,

২৩/০৩/২০২২

খন্দকার আতাউর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

তারিখঃ-----------------

সংযুক্তি 'ক'

ব্যবস্থাপক

-----------------শাখা

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনার ব্যাংক শাখা হতে গত --------------------- তারিখে মোট টাকাঃ--------------------- (কথায়:--------------------------------------) মাত্র-------------------------------উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র/স্বল্প মেয়াদি/এসএমই/অন্যান্য খাতে ঋণ গ্রহণ করেছি। নানাবিধ অসুবিধার দরুণ মৌখিক ও লিখিতভাবে তাগিদ দেয়া সত্বেও ঋণের টাকা আমি সঠিক সময়ে পরিশোধ করতে পারিনি। বর্তমানে ব্যাংকের নিকট আমার দেনা সার্ভিস চার্জসহ টাকাঃ---------------(কথায়ঃ---------------------- ------------------------) মাত্র। আমার ঋণের মেয়াদ গত ------------------ তারিখে শেষ হয়েছে। উক্ত দেনা/বকেয়া পাওনার মধ্যে অদ্য-----------------তারিখে ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্ত ডাউন পেমেন্ট হিসেবে টাকাঃ --------------- (কথায়ঃ---------------------------------------) মাত্র জমা দিয়েছি।

এমতাবস্থায়, আমার ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ১ম/২য়/৩য় বারের মতো------------মাস/বছর বৃদ্ধি করে আমাকে নিয়মিত ঋণ গ্রহিতা হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি এবং পুনঃতফসিলকৃত টাকা আগামী----------------তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অঙ্গীকার করছি।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষর-----------------
ঋণ গ্রহিতার নামঃ
মোবাইল নম্বরঃ
ঋণ হিসাব নং-
সমিতির নাম:
সদস্য আইডি নং-

১। উক্ত ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন অনুমোদনের সুপারিশ করা হলো।

মাঠ সহকারী স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল	জুনিয়র অফিসার স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল	শাখা ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

২। উক্ত ঋণ পুনঃতফসিল/পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন অনুমোদন করা হলো।

জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
স্বাক্ষর. তারিখ ও সীল

৩। সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহিতার ঋণ পুনঃতফসিল/ পরিশোধের মেয়াদ ---------------তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি সিবিএস এ পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।

শাখা ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল	কম্পিউটার অপারেটর/ক্যাশ সহকারী স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

সংযুক্তি- 'খ'

সোলেনামা

(কার্টিজ পেপারে নির্ধারিত দরখাস্তের কোর্ট ফি দিয়ে সম্পাদন)

মোকামঃ সার্টিফিকেট অফিসার, সার্টিফিকেট আদালত,-------------------- সার্টিফিকেট মোকদ্দমা নং---------------------------

১ম পক্ষ: ব্যবস্থাপক, ………………… ব্যাংক,------------------------ শাখা--------------------। (ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক)

২য় পক্ষঃ ঋণগ্রহিতা/ঋণগ্রহিতার ওয়ারিশগণের নামঃ------------------------------- পিতার নামঃ------------------- মাতার নামঃ------------------------ গ্রামঃ---------------------------- ডাকঘরঃ---------------------- উপজেলাঃ ------------- জেলাঃ---------------------। (ঋণ গ্রহিতা/ঋণ গ্রহিতার ওয়ারিশগণ)।

১ম পক্ষ কর্তৃক ------------------- তারিখে ২য় পক্ষের অনুকূলে প্রদত্ত ক্ষুদ্র/স্বল্প মেয়াদি/এসএমইসহ অন্যান্য ঋণ সময়মত পরিশোধ না করায় বিগত ---------------- তারিখের হিসাবানুযায়ী ------------------ টাকা আদায়ের নিমিত্তে প্রচলিত বিধি মোতাবেক সার্টিফিকেট মোকদ্দমা/মামলা নং-------------- তারিখ----------------- দায়ের করা হয়, যা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৭, তারিখঃ ১৭/১২/২০১৮ এর আলোকে মামলাটি উত্তোলন/প্রত্যাহার/নিষ্পত্তিপূর্বক ২য় পক্ষ ঋণগ্রহিতা/ঋণগ্রহিতার ওয়ারিশগণ কর্তৃক ঋণটি পরিশোধের নিমিত্তে পুনঃতফসিলকরণ সুবিধা গ্রহন করতে চাইলে নিম্নবর্ণিত শর্তে উভয় পক্ষ সমঝোতার ভিত্তিতে এতে সম্মত হয়ে বিজ্ঞ আদালতে অত্র সোলেনামা দাখিল করলাম।

<u>শর্তাবলীঃ</u>

১। ২য় পক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঋণের সমুদয় পাওনা আগামী ---------------------- তারিখের মধ্যে এককালীন/বার্ষিক/ষান্মাষিক/ত্রৈমাসিক/মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবেন।

২। ২য় পক্ষ হালনাগাদ মামলা ও অন্যান্য খরচ বাবদ ---------------------------- টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করবেন।

৩। ২য় পক্ষ কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত ঋণটির সমুদয় পাওনা উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করলে ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষের নিকট হতে ঋণের সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে পুনরায় সার্টিফিকেট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে/মোকদ্দমা পুনরুজ্জীবিত হবে।

৪। মামলা/মোকদ্দমার খরচ ২য় পক্ষ বহন করবেন।

৫। অত্র সোলেনামার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট মামলাটি প্রত্যাহার/নিষ্পত্তি হবে এবং অত্র সোলেনামার দরখাস্তটি বিজ্ঞ আদালতের আদেশের একটি অংশ মর্মে গণ্য হবে।

আমরা উভয় পক্ষ এতদ্বার্থে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে এবং অন্যের বিনা প্ররোচণায় অত্র সোলেনামার বিষয়বস্ত দেখিয়া, পড়িয়া, বুঝিয়া এবং উহার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করিয়া অত্র সোলেনামায় অদ্য ----------------- ইং তারিখে নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে নিজ নিজ নাম সহি সম্পাদন করলাম।

সাক্ষীগণ	১ম পক্ষ	২য় পক্ষ
১।		
২।		